৪৬

সংবাদ

তারিখ ... AUG. 23-2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫

দুঃখজনক ও হাস্যকর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিছক রাজনৈতিক বিবেচনায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনাকে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ 'দুঃখজনক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা না করে এ ধরনের স্বীকৃতি দেয়ায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বিভাজিত করা হয়েছে। যেখানে সাধারণ শিক্ষার ধারা আরও উন্নত ও বিস্তৃত করে একটি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবি উঠছে সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

তারা বলেছেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাহলেই একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। কওমি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়া প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে গতকাল সংবাদের কাছে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এ ম

দুঃখজনক : হাস্যকর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে জোট সরকার গত সোমবার কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওয়ায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমান স্বীকৃতি দিয়েছে। শিগগিরই আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্স সমমান দেয়ার ঘোষণা দেয়া হবে। শুধু ভোট বাগাতেই এ ঘোষণা বলে সবার ধারণা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন :

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, কওমি মাদ্রাসার সনদকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে নেয়া হয়েছে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা দুঃখজনক এবং একই সঙ্গে হাস্যকরও বটে। তিনি বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত একটি একাডেমিক বিষয়। এ বিষয়ে দেশের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলে ভাল হতো। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে ভিন্নধারার শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত। সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পুরনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার একটি পদক্ষেপ। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জাগতিক জ্ঞানের ঘাটতি মেটাতে না পারলে এ ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে দেশের কোন লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতি হবে। তাদের পাঠ্যবই, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয় সংস্কার না করলে এ স্বীকৃতি কোন সুফল বয়ে আনবে না।

ড. আনিসুজ্জামান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, এটা সরকারের একটি অসমীচীন ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। এটা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং বৈষম্য সৃষ্টি করবে। এ সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ক্ষতি করবে। তিনি বলেন, কোন শিক্ষা পদ্ধতির বিষয় এবং ধরন সম্পর্ণ বিচার না করে আরেকটি শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সমতা বিধান করা যায় না। সরকার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার বিষয় ও ধরন মূল্যায়ন না করে অন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা বিধানের সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত কাজ হচ্ছে।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, সরকার কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ সর্বনাশ করলেন। একটি দেশের অগ্রসর হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলো এর উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকার ধ্বংস করে দিল। তিনি বলেন, এটাই হলো বর্তমান সরকারের 'শ্রেষ্ঠ কীর্তি'।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি একটি

দর্শন বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কওমি মাদ্রাসায় কী ধরনের সিলেবাস ও শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়, কারা পড়ায়, পরীক্ষ পদ্ধতি কী তা কেউ জানে না। এদের ওপর সরকারেরও নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি বলেন, কওমি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমানে আনলে যারা সাধারণ শিক্ষায় পড়াশোন করছে তাদের ক্ষতি হবে। কারণ মাদ্রাস শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিযোগী হবে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পরে এসএসসি ও এইচএসসি স্বীকৃতির দাবি জানাবে। তার বেশি নম্বর নিয়ে এসে সাধারণ শিক্ষ ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের অসম প্রতিযোগিতায় ফেলে দেবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও চাকরির ক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হবে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিচে নামিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উঁচু করে তোলা হয়েছে। এতে মাদ্রাসা তথা কওমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সরকার এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার ধারাকে আবারও বিভাজিত করেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, যেখানে সাধারণ শিক্ষার ধারা আরও উন্নত ও বিস্তৃত করে একটি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবি উঠছে সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ড. জাফর ইকবাল : দেশে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলনের নেতা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বলেন, কওমি মাদ্রার স্বীকৃতি দেয়ায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তিনি বলেন, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিবেচনায় নেয়া ঠিক হয়নি। দেশের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা হয়নি। সরকার নিজ সিদ্ধান্তে এটা করেছে। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান থাকবে না। এজন্য ভবিষ্যতে দেশকে মূল্য দিতে হবে। তিনি বলেন, এ কৃত্রিম ব্যবস্থার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মূল্য দিতে হবে তারা চাকরির সুযোগ হারাবে।

ঘোষণা উদ্বেগজনক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতি বলেছে, সরকার শুধু ক্ষমতার জোরে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার ডিগ্রির যে সমতা দেয়া হচ্ছে তা দেশের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার দেশের বিভিন্ন ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের ডিগ্রির সমমান প্রদান সংক্রান্ত যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে আমরা বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। সরকারের এ ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম অরাজক ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। বিবৃতিতে বলা হয়, কোন শিক্ষা ধারার

ঘোষণা : প : ২ ক : ৫

ঘোষণা : উদ্বেগজনক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠ্যসূচি ও সময়কাল, শিক্ষার ধরন ও মান, পাঠ্যসূচির প্রায়োগিক মূল্য প্রভৃতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও আলোচনা ছাড়া সরকার শুধু ক্ষমতার জোরে ঘোষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার ডিগ্রির যে সমতা দিয়েছে তা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে এবং কালক্রমে জাতিকে মেধাশূন্য করে পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দেবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের এক সুপরিকল্পিত নীলনকশা।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সমতা আনয়ন, সংস্কার, পরিমার্জন, সংযোজন, সংশোধন প্রভৃতি সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে।

১১ দল : কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণাকে ১১ দল দেশের আলেম-ওলেমাদের খুশি করে নির্বাচনী কাজে ব্যবহারের হীনউদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোককে খুশি করার সিদ্ধান্ত ১১ দল মানবে না। গতকাল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি কার্যালয়ে ১১ দলের পরিচালনা পরিষদের সভায় কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে এভাবে সরকারি স্বীকৃতিদান সংবিধান, শিক্ষানীতি ও বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশ বিরোধী। প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের সব নাগরিকের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার তার মৌলিক অধিকার। তবে এই শিক্ষা সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নীতির অধীনে হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে পারে এবং নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং তারা কোন নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি নয়। আর এই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যে এসব মাদ্রাসাকে জঙ্গি সৃষ্টির কারখানায় পরিণত করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী না করে তাকে স্বীকৃতিদান সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎকে নষ্ট করবে। শুধু তাই নয়, এ স্বীকৃতি মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে আরও বিভক্তি সৃষ্টি করবে এবং প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করবে।

১১ দলের প্রস্তাবে বলা হয়, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি বিষয়ে রাজনৈতিক ও একাডেমিক পর্যায়ে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে কিছু লোককে খুশি করতে সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।